যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৪ জুন ২০২৬, ১২:৪২ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিকের বৃত্তি পরীক্ষার ফল কবে, যা জানা গেল

Advertisement

যুগান্তর প্রতিবেদন
প্রকাশ: ১৩ জুন ২০২৬, ০৫:১৮ পিএম

ফাইল ছবি

পরবর্তী খেলা গ্রুপ ই রাত ১১টা

জার্মানি – কুরাসাও

এনআরজি স্টেডিয়াম, হিউস্টন, যুক্তরাষ্ট্র

পরবর্তী খেলাসমূহ

সোমবার ১৫ জুন ২০২৬ [গ্রুপ এফ] রাত ২টা

নেদার... – জাপান

এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়াম, ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র

সোমবার ১৫ জুন ২০২৬ [গ্রুপ ই] ভোর ৫টা

আইভরি... – ইকুয়েডর

লিংকন ফিন্যান্সিয়াল ফিল্ড, ফিলাডেলফিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর অবশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রস্তুতি। ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত হলেও ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় সাড়ে ছয় লাখ শিক্ষার্থীর ফলের খসড়া ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ফল প্রকাশের আগে চলছে শেষ ধাপের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) সূত্রে জানা গেছে, আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করা হতে পারে। কর্মকর্তারা বলছেন, ফলে কোনো ধরনের ভুল বা অসংগতি এড়াতে তথ্যগুলো একাধিকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

ডিপিইর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, শিক্ষা পদক, গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ অধিদপ্তরের অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রমের ব্যস্ততার কারণে ফল প্রস্তুতের কাজ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। তবে এখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন মিললেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

ফল জানা যাবে যেভাবে

ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই তা জানতে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিশিয়াল পোর্টাল (আইপিইএমআইএস) ছাড়াও মোবাইল ফোনের খুদে বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে দ্রুত ফল সংগ্রহের সুযোগ থাকবে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া সারা দেশে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আর রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে বিশেষ সূচিতে পরীক্ষা নেওয়া হয় ১৭ থেকে ২০ এপ্রিল।

এবার সাড়ে ৬ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে মোট ৮২ হাজার ৫০০ জনকে বৃত্তির জন্য মনোনীত করা হবে। তবে এবার সরকারি ও বেসরকারি (কিন্ডারগার্টেন) বিদ্যালয়ের জন্য কোটা ভাগ করা হয়েছে। মোট বৃত্তির ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ৬৬ হাজার শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। বাকি ২০ শতাংশ বা ১৬ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী বৃত্তি পাবে বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে। মেধা তালিকায় ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা থাকবে সমান (৫০ শতাংশ করে)।

নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ‘ট্যালেন্টপুল’ ও ‘সাধারণ গ্রেড’–এই দুই ভাগে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে। ট্যালেন্টপুলে ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী মাসিক ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা এবং সাধারণ গ্রেডে ৪৯ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী মাসিক ২২৫ থেকে ২৫০ টাকা করে পাবে। উভয় গ্রেডের শিক্ষার্থীরাই প্রতিবছর এককালীন ২২৫ টাকা করে অতিরিক্ত ভাতা পাবে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরবর্তী তিন বছর শিক্ষার্থীরা এ সুবিধা ভোগ করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভবিষ্যতে এ বৃত্তির টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ থেকে চার গুণ পর্যন্ত বাড়ানোর একটি প্রস্তাবও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।